প্রথম আলো
তারিখ 16 SEP 2008
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

শিক্ষা

এবারের এইচএসসি ফলাফল ও কিছু জিজ্ঞাসা

রওশন আক্তার সোমা

দেশের অস্থির রাজনীতির ডামাডোলের মধ্যে আমাদের প্রতিদিনের সংবাদমাধ্যমগুলোর অগ্রাধিকারের তালিকা থেকে পিছিয়ে পড়ছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তেমন একটি বিষয় এবারের এইচএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ভর্তি ও তাদের ভবিষ্যতের বিষয়টি। এইচএসসি পরীক্ষায় এবারের পাসের হারের নাটকীয় অগ্রগতি এবং উচ্চহারে জিপিএ-৫ পাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের মনে জন্ম নিয়েছে সুন্দর ভবিষ্যতের অনেক রঙিন স্বপ্ন। কিন্তু এই স্বপ্ন দেখানো সন্তানদের অনেকেই যখন ভালো কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবে না, কিংবা কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই ভর্তি হতে পারবে না তখন কী হবে ওই শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অবস্থা? হারিয়ে যাবে নাকি তাদের পড়াশোনার ইচ্ছে?

এবারের ফলাফল এসব প্রশ্নের পাশাপাশি জন্ম দিয়েছে আরও অনেক অমীমাংসিত প্রশ্নের। ফলাফল প্রকাশের পরদিন আমরা দৈনিক *প্রথম আলো* পত্রিকার প্রতিবেদন থেকে জানতে পেরেছি, বিগত বছরগুলোর তুলনায় এবার পাসের হার অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ার একটা কারণ ইংরেজিতে কৃতকার্যের হার অনেক বেশি। ইংরেজি ও গণিতে সব সময়ই কৃতকার্যের হার কম থাকে। এবার এর হার বেড়ে যাওয়ার কারণ কী? ইংরেজি প্রশ্ন সহজ হওয়াই এই হার বাড়ার কারণ বলেও উল্লেখ করেছে অনেক পত্রিকা। আপাতদৃষ্টিতে আমরা গত এক বছরে শিক্ষাব্যবস্থায় এমন কোনো পরিবর্তন দেখতে পাইনি, যার ফলে আমাদের শিক্ষার্থীরা সবাই হঠাৎ করে ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করে ফেলেছে। যদি এই আশঙ্কা সত্যি হয়, তাহলে বলতেই হচ্ছে, পাসের হার বাড়ার এ সহজ পথের পরিণতি কোনোভাবেই দেশের মঙ্গল বয়ে আনবে না। শিক্ষাব্যবস্থার নিয়ন্ত্রকেরা 'কমিউনিকেটিভ ইংলিশ' চালুসহ নানা উদ্যোগ নিয়েও ইংরেজির মতো অতিপ্রয়োজনীয় একটি আন্তর্জাতিক ভাষায় স্কুল-কলেজ পর্যায়ে আমাদের শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বাড়াতে পারেননি, সেখানে ইংরেজিতে এবার হঠাৎ পাসের হার বেড়ে যাওয়ায় তাই প্রশ্ন ওঠা খুবই সংগত।

শুধু স্কুল-কলেজ নয়, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও গ্রেডিং পদ্ধতি চালুর পর শিক্ষার্থীদের খাতার মূল্যায়নের সময় যেভাবে তাদের নম্বর দেওয়ার প্রথা চালু হয়েছে, তারা সবাই এত বেশি নম্বর পাওয়ার যোগ্য কি না সেটা নিয়েও অনেক সময় আমাদের মনে দ্বন্দ্বের জন্ম হয়। কম শিখে বেশি নম্বর পাওয়ার ফলে শিক্ষার্থীদের বিস্তারিত পড়ার আগ্রহটাও যেন কমে যাচ্ছে দিন দিন। অথচ শিক্ষার লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীদের পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভ। আর এই লক্ষ্যে গত দুই দশকে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় আনা হয়েছে নানা রকম পরিবর্তন। কিন্তু তাতে করে গুণগত শিক্ষা কি আমরা নিশ্চিত করতে পেরেছি?

এবার এইচএসসির ফল প্রকাশের আগের দিন আমাদের মাননীয় শিক্ষা উপদেষ্টা জানালেন, উচ্চশিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে তাঁরা সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে একই দিনে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠানসহ আরও কিছু পরিবর্তন আনবেন, যা কার্যকর হবে ২০১০ সাল থেকে। এই পরিবর্তনের ফলে এই আশঙ্কা অমূলক নয় যে যেসব শিক্ষার্থী মফস্বল কিংবা গ্রাম থেকে রাজধানীতে যেত প্রাচ্যের অক্সফোর্ড হিসেবে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির উদ্দেশ্যে, সেখানে ভর্তি হতে না পারলে তাদের দ্বিতীয় পছন্দ থাকত চট্টগ্রাম কিংবা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়—তারা সেখানকার তীব্র প্রতিযোগিতায় ছিটকে পড়তে পারে। এই পদ্ধতির ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে উঠে আসা মেধাবী মুখের সংখ্যা কমে যেতে পারে। তাই ইচ্ছেমতো পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে এ দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সত্যিকারের অগ্রগতির দিকে নিয়ে যেতে সরকারের সঠিক ও সময়োপযোগী দীর্ঘমেয়াদি একটি সিদ্ধান্তই আমরা কামনা করছি।

প্রতিবেশী দেশ ভারত ইংরেজি শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে ও বিজ্ঞানশিক্ষাকে উৎসাহিত করে কীভাবে তাদের শিক্ষাব্যবস্থায় উন্নতি ঘটিয়েছে, সেটা অনুসরণ করা যেতে পারে। কিংবা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অন্য কোনো উন্নত দেশকে মডেল হিসেবে অনুসরণ করা যেতে পারে, যেখানে ভর্তি পরীক্ষা নয় বরং ভাষাদক্ষতার পরীক্ষা দিয়ে নির্দিষ্ট স্কোর করতে পারলেই একজন শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার জন্য আবেদন করতে পারে। কারণ, এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনার মাধ্যমে ভর্তি করলেও নানা সমস্যা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা আছে।

কয়েক মাস আগে এসএসসি পাসের পর কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে আমরা নানা রকম সমস্যা দেখেছি। সেখানে একই ফলাফল করা সত্ত্বেও বয়স বেশি যাদের, তারাই ভালো কলেজে ভর্তির সুযোগ পাওয়ার মতো হাস্যকর সিদ্ধান্তের ফলে অভিভাবকেরাও হকচকিত হয়ে পড়েন। তাঁরা অল্প বয়সে সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে ভুল (!) করেছেন কি না সেই প্রশ্নের কোনো উত্তর কি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার নিয়ন্ত্রকদের কাছে আছে? তাই উচ্চশিক্ষায় ভর্তির সঠিক পদ্ধতি নির্ধারণের আগে হুট করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়াটা হবে হঠকারিতা। সঠিক পদ্ধতি খুঁজে বের করার আগপর্যন্ত বর্তমান পদ্ধতিই বহাল রাখা উচিত এবং সেটাকে কলুষমুক্ত করার জন্য সরকার কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়ে কোচিং সেন্টারগুলো বন্ধ করে দিয়ে সবার সাধুবাদ পেতে পারে বৈকি।

পাশাপাশি আরেকটি কথা না বললেই নয়। দেশে ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকা বিজ্ঞানশিক্ষাকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি উৎসাহিত করতে হবে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে। তাহলে হয়তো উচ্চশিক্ষার ওপর চাপ কিছুটা কমবে এবং শিক্ষিত বেকারের পরিবর্তে এ দেশে গড়ে উঠবে কাঙ্ক্ষিত কর্মঠ যুবগোষ্ঠী।

রওশন আক্তার সোমা: শিক্ষক, যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
rawshon2007_cu@yahoo.com

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা নীতিমালায় সংস্কার

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা নীতিমালায় ব্যাপক সংস্কার হচ্ছে। সংস্কারের অংশ হিসাবে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অধিদপ্তরকে পৃথক করে দুইটি আলাদা অধিদপ্তর করা হবে। এছাড়া মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যমান নীতিমালা এবং বিধি-বিধানকে আরো যুগোপযোগী ও বাস্তবমুখী করা হবে। গত রবিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সভায় এসব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। শিক্ষা ও বার্ষিল্য উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমানের সভাপতিত্বে এ সভায় শিক্ষা সচিব মো: মোমতাজুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব(প্রশাসন) মোজাম্মেল হোসেন খান, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এ টি কেএম ইসমাইল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজী ও তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা, মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইড আপডেটকরণ, মন্ত্রণালয় থেকে নিয়মিত নিউজ লেটার প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।